৯/৭/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ৬ .....

দৈনিক জনকণ্ঠ

ইসলামপুর ঃ দেওয়ানগঞ্জ পৌর এলাকার ডালবাড়ি গ্রামে একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র —জনকণ্ঠ

বয়স্ক শিক্ষার নামে টাকা লুটপাট

আনোয়ার হোসেন মিন্টু, *ইসলামপুর থেকে*

প্রশাসনিক অব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় তদারকি ও জবাবদিহিতা না থাকায় এবং প্রকল্প কমিটি ও এনজিও মালিকদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দেওয়ানগঞ্জে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী দৃশ্যত ব্যর্থ হতে চলেছে। নিরক্ষর বয়স্কদের সচেতন ও স্বাক্ষর করে তোলার নামে এখানে চলছে সরকারী টাকা লুটপাটের প্রতিযোগিতা। ফলে সরকার যে লক্ষ্য নিয়ে এই মহৎ উদ্যোগটি গ্রহণ করেছিল সেটি কার্যত ভেস্তে যাচ্ছে।

এলাকাবাসীর অসংখ্য অভিযোগেরভিত্তিতে সম্প্রতি সরেজমিন গিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর যে চিত্র দেখা গেছে, তা হতাশাব্যঞ্জক। অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা আসে না মাসের পর মাস। বেশিরভাগ কেন্দ্রের কার্যক্রম চলছে নামে মাত্র। চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষাতেও মন চাইলে ২-৪ জন শিক্ষার্থী হাজির হচ্ছে। কিন্তু খাতা-কলম না পেয়ে তারা গল্পগুজব করে ফিরে যাচ্ছে।

গত ১২ জুন সরেজমিন পরিদর্শনের সময় এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ছিলেন, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট বদরুল ইসলাম, দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদুর রশিদ, ইসলামপুর প্রেসক্লাব সভাপতি হাফিজ বকুল ও সাংবাদিক মাহবুবুর রশিদ মহব্বত। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৪টায় দেওয়ানগঞ্জ পৌর এলাকার কালিকাপুর এনায়েত মাস্টারের বাড়ির "নিজেরা শিখি" সংস্থার এক কেন্দ্রে দেখা গেছে, সেখানে কোন কার্যক্রম নেই। বাড়ির বাসিন্দা কলেজছাত্র মঞ্জু হোসেন জানায়, শিক্ষিকা সুরাইয়া আক্তার ছুটিতে আছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে উপস্থিত প্রোগ্রাম অফিসার কিছুই জানেন না। একই এনজিওর চর কালিকাপুরের কাশেম আলীর বাড়ির কেন্দ্রটিও ছিল বন্ধ। মোটরসাইকেলের শব্দ শুনে শিক্ষিকা জেসমিন আক্তার ও ঐ বাড়ির কয়েকজন শিক্ষার্থী দৌড়ে এসে বাড়ির আঙিনায় খড়ের ওপর বই নিয়ে বসে পড়েন। পাশাপাশি আরেকটি কেন্দ্রের ৩০ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত মাত্র ৪ জন। শিক্ষিকা রেহানা পারভীন জানান, ধান মাড়াইয়ের কাজে সবাই ব্যস্ত থাকায় এখন হাজিরা কম।

অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা আসে না মাসের পর মাস। বেশিরভাগ কেন্দ্রের কার্যক্রম চলছে নামে মাত্র। চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষাতেও মন চাইলে ২-৪ জন শিক্ষার্থী হাজির হচ্ছে। কিন্তু খাতা-কলম না পেয়ে তারা গল্পগুজব করে ফিরে যাচ্ছে

একই সংস্থার জয়নাল আবেদীনের বাড়ির কেন্দ্রে দেখা গেছে, ৩০ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত মাত্র ৭ জন। শিক্ষিকা মাহবুবা আক্তার জানান, প্রকল্পে শেষ মাসেও তাঁরা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ পায়নি। কালিকাপুর গ্রামের দাসপাড়া মন্দির কেন্দ্রে শিক্ষিকাকে পাওয়া গেলেও কোন শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি। শিক্ষিকা রোজিনা বেগম জানান, বাড়ির একজন লোক মারা যাওয়ার কারণে আজ কেন্দ্রটি বন্ধ রেখেছেন। খোরশেদের বাড়ির 'সেভ্‌স' সংস্থার একটি কেন্দ্রে দেখা গেছে, ৩০ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত মাত্র ৩ জন। শিক্ষার্থী লাইলী বেগম (৩৫) সাড়ে ন'মাস ধরে কেন্দ্রে আসা-যাওয়া করছেন। আজ পর্যন্ত তিনি নিজের নামটিও স্বাক্ষর করতে জানেন না। জেলা কো-অর্ডিনেটর রুহুল আমীন ও প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদুর রশিদের সামনে সেভ্‌স নির্বাহী পরিচালক সাইফুল্লাকে তাঁর পরিচালিত কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কোন সদুত্তর মেলেনি।

কালিকাপুর দাসপাড়ায় 'অরিডার' সংস্থার একটি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে ৩ মাস আগে। শিক্ষার্থী পঞ্চমী রানী দাস (৩৫), গৌরীদাস (৩০), রীনা রানী দাস (২০), অঞ্জু রানী (৩২), রীতা রানী (৩৫) ও শিখা রানী দাস (২৮) জানান, শিক্ষিকা রুনা লায়লা ৩ মাস ধরে কেন্দ্রে না আসায় কেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে। গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যেমন সংস্থা তেমন প্রশাসন, সে রকম লেখাপড়া। ডাকাতিয়া পাড়ার "পল্লী দরিদ্র কল্যাণ সংস্থার" নূর মোহাম্মদের বাড়ির কেন্দ্রে বিকাল ৪-৬টা পর্যন্ত চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়ার কথা। বিকাল সোয়া ৫টায় সেখানে উপস্থিত পাওয়া গেছে মাত্র ৯ শিক্ষার্থীকে। শিক্ষিকা মাসুমা আক্তার জানালেন, পরীক্ষা নেয়ার মতো দেয়া হয়নি প্রয়োজনীয় কাগজ-কলম। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সাড়ে ন'মাস কেন্দ্রে আসা-যাওয়া করেও চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় উপস্থিত শিক্ষার্থী জহুরা বেগম (৪০), মর্জিনা বেগম (৩০), সবুরা বেগম (৩৫), জোছনা (১৫) কেউ নিজের নাম লিখে মনিটরিং টিম ও সাংবাদিকদের দেখাতে পারেননি। ঐ সংস্থার মানিক মিয়ার বাড়ির কেন্দ্রে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ৯ শিক্ষার্থী। সংস্থার কো-অর্ডিনেটর রফিকুল ইসলাম জানালেন, গ্রামে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানের কারণে আজ শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার কম।

এসব কেন্দ্র সরেজমিন পরিদর্শনের সময় শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, প্রতিদিন তাঁদের দু'টি করে দৈনিক পত্রিকা, মাসে ৪টি ম্যাগাজিন, বই, কলম, খাতাসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ দেয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে এসেও তাঁরা তা পাননি। গত ১৩ জুন "মৌচাষ উন্নয়ন সংস্থার" ১১ সুপারভাইজার ও ৫ শিক্ষিকা দেওয়ানগঞ্জ প্রকল্প অফিসে এসে উপস্থিত জেলা কো-অর্ডিনেটর ও সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের গত ৩ মাস ধরে সম্মানী ভাতা ও তেলের টাকা দেয়া হয় না। অথচ ঐ সংস্থা অনেক আগেই বরাদ্দের সমুদয় টাকা উত্তোলন করেছে। তাঁরা আরও জানান, পুরনো হারিকেন ও চটসহ যেসব শিক্ষা উপকরণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে তা ব্যবহারের অযোগ্য। তাছাড়া সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ বই, লিফলেট, পোস্টার, পত্রিকা, ম্যাগাজিন কোন কিছুই তাঁরা পাননি।

দেওয়ানগঞ্জে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে গত '৯৭ সাল থেকে। ১০ মাস মেয়াদী এই প্রকল্পের পঞ্চম পর্ব শুরু হয়েছে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে। দেওয়ানগঞ্জ সদর, চুকাইবাড়ি, চিকাজানী ও বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের ২৯ হাজার ২ শ' ৫০ নারী-পুরুষকে এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ১১-৪৫ বছর বয়সী এসব শিক্ষার্থীর ৩০ জনে গ্রুপ করে ৪ শ' ৬৮ পুরুষ ও ৫শ' ৭টি মহিলা কেন্দ্রে এই শিক্ষাদান চলছে। চলতি ২০০১ সালের ৩০ জুনের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। মোট ২০টি এনজিও এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এডিবি। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এর তদারক করছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৯ শ' ৭৫ শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ৬৫ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে শিক্ষার্থীপিছু ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ শ' ৯৫ টাকা। এতে মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ৪৪ লাখ ৭৮ হাজার ৭শ' ৫০ টাকা। অভিযোগ রয়েছে, প্রকল্পের শুরুতে যেসব শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং ব্যবহারের অযোগ্য। তাছাড়া সাক্ষরতা-উত্তর পর্বে যেসব শিক্ষা উপকরণ দেয়ার কথা ছিল, তা দেয়া হয়নি। অধিকাংশ কেন্দ্রে সুপারভাইজার ও শিক্ষিকারা জানান, অতি প্রয়োজনেও তাঁরা এনজিও প্রতিনিধিদের খুঁজে পান না।

অভিযোগ উঠেছে, এ প্রকল্পে বরাদ্দের টাকা দিয়ে নামমাত্র উপকরণ ক্রয় করে বেশিরভাগ টাকা প্রকল্প কমিটির যোগসাজশে এনজিও মালিকরা পকেটস্থ করেছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মনিটরিং এ্যাসোসিয়েট বদরুল ইসলাম গত ১২ জুন বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা সরেজমিন পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের জানান, বয়স্ক শিক্ষার নামে এখানে চলছে সরকারী টাকা লুটপাটের প্রতিযোগিতা। তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এসব এনজিওকে কালো তালিকাভুক্ত করা উচিত। তিনি এসব দুর্নীতি ও অনিয়ম অধিদফতরে লিখিতভাবে অবহিত করবেন বলে জানান। এদিকে জেলা কো-অর্ডিনেটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, প্রতিটি এনজিও তাঁকে ম্যানেজ করেছে সেলামী দিয়ে। এ ব্যাপারে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জামালপুরের কো-অর্ডিনেটর মোঃ রুহুল আমীন জানান, সেলামী নেয়ার অভিযোগ ঠিক নয়।